সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা ধর্মঘটের পথে

বিএসএনএল বাঁচাতে ধর্মঘটের পথে যাচ্ছেন এই সংস্থার ৩ লক্ষ কর্মচারী ও অফিসার। ১৫ই ডিসেম্বর জেএসি এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এনএফটিই ওই একই দিনে একই দাবিতে ধর্মঘটের নোটিশ জমা দিয়েছে। এককথায় সবাই মিলে এই ধর্মঘট। সর্বাত্মক প্রচারাভিযান গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়েছে বিএসএনএল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। এসএনইএ, এআইবিএসএনএলইএ সহ এক্সিকিউটিভ সংগঠনগুলি ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়েছে। এফএনটিও সংগঠনের কাছেও ধর্মঘটে যুক্ত হবার আবেদন জানিয়েছে উপরোক্ত সংগঠনগুলি। তারা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবে আমরা এই আশা রাখি। পশ্চিমবঙ্গে জেএসি-র পক্ষ থেকে এফএনটিও-কে লিখিতভাবে ধর্মঘটে যোগ দেবার আবেদন জানানো হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের এক নতুন নজির হবে আগামী ১৫ই ডিসেম্বর — দেশব্যাপী বিএসএনএল শিল্প ধর্মঘট।

ধর্মঘটের মূল দাবি অবশ্যই বিএসএনএল রক্ষা ও ভিআরএস চক্রান্ত ব্যর্থ করা। বিএসএনএল-এর আর্থিক রুগ্নতার জন্য মূলত দায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি। তাই এই নীতি পরিবর্তনের দাবিতে ধর্মঘটের পথে যাচ্ছে বিএসএনএল দপ্তরের সবকটি কর্মচারী-অফিসার সংগঠন। সাথে সাথে সংসদেও এই দাবি উত্থাপন করতে চায় বিএসএনএল কর্মচারীরা। তাই ডান-বাম সব সাংসদদের কাছেই দাবিসনদ পৌঁছে দিয়েছে কর্মচারীরা। শুধুমাত্র নিয়মিত কর্মচারী নয়, ক্যাজুয়াল-কন্ট্রাক্ট কর্মচারী সংগঠনও যুক্ত হয়েছে এই ধর্মঘটে। বিএসএনএল ক্যাজুয়াল-কন্ট্রাক্ট কর্মচারী ফেডারেশন জানিয়েছে বিএসএনএল সংকটের অজুহাতে ক্যাজুয়াল-কন্ট্রাক্ট কর্মচারী ছাঁটাইয়ের বিরোধিতায় এই ধর্মঘটে তারাও সামিল হচ্ছে। এই ধর্মঘটে সামিল হবে ডিওটি-বিএসএনএল দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা। বিএসএনএল কর্মচারীদের পূর্ণ পেনশন দেবার দায়িত্ব অস্বীকার করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিএসএনএল রুগ্ন, তাই পূর্ণ পেনশন দেওয়া যাবে না — ডিওটি-র এই ঘোষণায় ক্ষুব্ধ পেনশনাররা যুক্ত হচ্ছেন এই ধর্মঘটে।

ধর্মঘটের নোটিশ পাবার পরও উদাসীন কেন্দ্রীয় সরকার ও বিএসএনএল ম্যানেজমেন্ট। কেন্দ্রীয় শ্রমদপ্তর এখনও পর্যন্ত কোনো সদর্থক ভূমিকা পালন করেনি। ধর্মঘটের অন্যতম মূল দাবি আইটিএস অফিসার অ্যাবজর্বশন — এই প্রক্রিয়াও থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলোচনার পরিবর্তে ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে কর্মচারী ছাঁটাই করতে পারলেই বিএসএনএল বাঁচবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতি প্রত্যাহার নয় — কর্মচারীদেরই দাবিদাওয়া প্রত্যাহার করতে হবে। লড়াই-আন্দোলনের পথ পরিহার করে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলছে প্রশাসন। এই ঔদ্ধত্য ও হুমকির যোগ্য জবাব দেবে বিএসএনএল কর্মচারীরা আগামী ১৫ই ডিসেম্বর ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে।

ধর্মঘটের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে সারা দেশে। জেএসি নেতৃবৃন্দ প্রতিটি রাজ্যেই প্রচারাভিযানে যুক্ত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে জেএসি এবং এনএফটিই ধর্মঘট সফল করার আবেদন জানিয়েছে। আগামী ৮ই ডিসেম্বর কলকাতায় কেন্দ্রীয় মিছিল ও সমাবেশ থেকে মহামান্য রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। জেলাগুলিতেও অনুরূপ মিছিল ও সমাবেশের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এই ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘটের প্রস্তুতির মেজাজ পাওয়া গেল গত ২রা ডিসেম্বর সিটিও হলের নেতৃবৃন্দের সভায়। এআইবিএসএনএলইএ, এসএনইএ, বিএসএনএল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, এনএফটিই — সবকটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন, সবাইকে একসঙ্গে নিয়েই পশ্চিমবঙ্গে হবে বিএসএনএল ধর্মঘট। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এই শ্রেণীদায়িত্ব পালন করব। ২০১১— বিদায় গ্রহণ করুক একটি সফল ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে।